



## 26879 - ইফতারের সময় রোজাদারের দু'আ

### প্রশ্ন

আমরা রোজা রেখে ইফতারের সময় কি দু'আ করতে পারি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবনে উমর (রাঃ) বলছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতার করে বলতেন: "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ،" "وَتَبَّتْ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللّهُ"

অর্থ- "তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরীরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতদিন সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ"। [সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৭), দারা কুতনী (২৫), ইবনে হাজার তাঁর 'আত-তালখসিুল হাবরি' গ্রন্থে (২/২০২) বলেন: হাদিসটির সনদ 'হাসান']

পক্ষান্তরে اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ- "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।" এ দু'আটি আবু দাউদ (২৩৫৮) বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হাদিসি ও যয়ফি (দুর্বল)। আলবানি প্রণীত 'যয়ফি আবু দাউদ' গ্রন্থ (৫১০)।

যে কোন ইবাদতের পর দু'আ করার পক্ষে শরিয়তের অনেকে মজবুত দলিল রয়েছে। যমেন- নামাযের পর দু'আ করা। হজ্জ আদায় করার পর দু'আ করা। ইনশাআল্লাহ, রোজাও এ বধিানের বাইরে নয়। আল্লাহ তাআলা রোজার বধিান সংক্রান্ত আয়াতের মাঝখানে দু'আর আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসে করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রইয়ে সন্নকিটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতো তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬] এ মাসে দু'আর গুরুত্ব তুলে ধরতে আল্লাহ তাআলা এ স্থানে এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

আল্লাহ তাআলা অবহতি করছেন যে, তিনি বান্দাদের নকিটবর্তী; তাকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। এটি তাদেরকে



প্রতপালন করার, তাদের চাহিদা পূরণ করার ও ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে জ্ঞাপন। অতএব, তারা যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তারা তাঁর রুবুবিয়ত (প্রতপালকত্ব) এর প্রতি ঈমান আনল। এরপর তিনি তাদেরকে দুইটি নির্দেশে দেন, তিনি বলেন: “কাজহে আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

এক. তিনি তাদেরকে ইবাদত ও ইস্তাখানা (সাহায্য প্রার্থনা) এর যে নির্দেশে দিয়েছেন সেটা তামলি করা।

দুই. তাঁর রুবুবিয়ত (প্রতপালকত্ব) ও উলুহিয়ত (উপাসত্ব) এর প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ তিনিই তাদের রব্ব (প্রতপালক) ও ইলাহ (উপাস্য)। এজন্য বলা হয়: আকদি ঠকি থাকলে ও পরপূরণ আনুগত্য থাকলে দু'আ কবুল হয়। যহেতে আল্লাহ দু'আর আয়াতের পরে বলছেন: “কাজহে আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য।”

[মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৪/৩৩]